ন্যায়বিচার পেয়েছেন বলে জানালেন ইবির নির্যাতিত ছাত্রী ফুলপরী

অনলাইন ডেস্ক
২১ আগস্ট ২০২৩ ১০:২৮ পিএম | আপডেট: ২২ আগস্ট ২০২৩ ১২:৪০ এএম

7
Shares

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) নির্যাতিত ছাত্রী ফুলপরী খাতুন। ফাইল ছবি

advertisement..

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) নির্যাতিত ছাত্রী ফুলপরী খাতুন ন্যায়বিচার পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাকে নির্যাতনের ঘটনায় ছাত্রলীগের নেত্রীসহ পাঁচজনকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ জন্য তিনি ইবি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আজ সোমবার বিকেলে ফুলপরী বলেন, ‘ন্যায়বিচার পেলাম। প্রথম থেকে যেটা চেয়েছিলাম, সেটা পেয়েছি। মূলত এই বিচার আমার জন্য না, সবার নিরাপত্তার জন্য এটা। যাতে কেউ ভুল করেও এমন কিছু করার সাহস যেন না পায়। এ রকম কঠোর শাস্তি দিলে কেউ ইচ্ছা থাকলেও খারাপ কিছু করতে পারবে না। র‍্যাগিং, জুলুম কখনোই করবে না।’

advertisement

তিনি বলেন, ‘শুধু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় না, দেশের সব বিদ্যালয়ে আর এ রকম করার সাহস কেউ দেখাবে না। এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’

ফুলপরীকে নির্যাতনের ঘটনায় আজ অভিযুক্ত পাঁচজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘটনার ছয় মাস পর চূড়ান্ত এ সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এইচ এম আলী হাসান আমাদের সময়কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার হওয়া ছাত্রীরা হলেন পরিসংখ্যান বিভাগের সানজিদা অন্তরা চৌধুরী, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তাবাসসুম ইসলাম ও মোয়াবিয়া জাহান, আইন বিভাগের ইসরাত জাহান মীম ও চারুকলা বিভাগের হালিমা খাতুন উর্মী। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের গণরুমে ফুলপরি খাতুন নামের নবীন এক ছাত্রীকে রাতভর নির্যাতন করার অভিযোগ উঠে শাখা ছাত্রলীগ নেত্রী ও পরিসংখ্যান বিভাগের সানজিদা চৌধুরী অন্তরা, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তাবাসসুম ইসলাম, মোয়াবিয়া জাহান, আইন বিভাগের ইসরাত জাহান মীম ও ফাইন আর্টস বিভাগের হালিমা খাতুন উর্মীর বিরুদ্ধে।

বিষয়টি নিয়ে হল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, হাইকোর্ট, শাখা ছাত্রলীগসহ পৃথক চারটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত শেষে প্রতিবেদনের আলোকে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে হাইকোর্টের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিযুক্ত ৫ ছাত্রীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া হল প্রশাসন ও ছাত্রলীগ তাদের তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বহিষ্কার করে।